নিউ ইন্ডিয়া পিকচার্সের

নিউ ইণ্ডিয়া পিকচার্সের নিবেদন

পরিচালনা
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

পাড়ি

কাহিনী
জরাসন্ধ

গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালনা : সলিল চৌধুরী

প্রযোজনা : প্রণতি ভট্টাচার্য্য

চিত্রগ্রহণে : বিভূতি চক্রবর্ত্তী : শব্দগ্রহণে : শিশির চ্যাটার্জী : সঙ্গীত গ্রহণে : বি, এন, শর্মা (বম্বে লেবরেটরিজ) : সম্পাদনায় : অজিত দাস : গীতিকার : সলিল চৌধুরী : শিল্পনির্দেশে : বটু সেন : রূপসজ্জায় : শৈলেন গাঙ্গুলী : দুর্গাপদ চ্যাটার্জী : আবহসংগীত ও শব্দানুলেখনে : সত্যেন চ্যাটার্জী : নেপথ্য কণ্ঠে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় : আশা ভোঁসলে ও সবিতা চৌধুরী : নৃত্য পরিচালনা : প্রভাত ঘোষ : ঢপ-নৃত্যে : আরতি : জয়শ্রী : স্বপ্না লীলা : পটশিল্পে : কবি দাসগুপ্ত : প্রতিমা-শিল্পে : জিতেন পাল : স্থির-চিত্রে : ষ্টুডিও পিকস্ : সংগঠনে : রতন চক্রবর্ত্তী : ব্যবস্থাপনায় : নিতাই সিংহ

অভিনয়ে

দিলীপকুমার (অতিথি শিল্পী), ধর্ম্মেন্দর, প্রণতি, অভী ভট্টাচার্য্য, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, বীরেন চ্যাটার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ মুখার্জি, কেষ্ট মুখার্জি (বম্বে), গোপেন মুখার্জি, রবি দাস, খগেশ চক্রবর্ত্তী, মন্মথ মুখার্জি, ডাঃ মনোরঞ্জন বসু, দীপক দাস (এ্যাঃ), ক্ষিতীশ, কার্ত্তিক, পুলকেশ, মাঃ দিলীপ, মাঃ অজয়, প্রণব বসু ও গৌরীশঙ্কর। পদ্মা দেবী, রেণুকা রায়, আশা দেবী, বিদ্যা রাও, শীলা পাল, স্বপ্না ভট্টাচার্য্য, শাশ্বতী, রমা গুহ, নুপুর গাঙ্গুলী।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় প্রধান সহকারী : প্রণব বসু। পরিচালনায় : তাপস বসু, অনিল সরকার, জয়ন্ত বিশ্বাস সঙ্গীতে : কানু ঘোষ ॥ শব্দগ্রহণে : জগত দাশ, মাণিক ॥ চিত্রগ্রহণে : বীরেন ভট্টাচার্য্য, নিশানাথ রূপসজ্জায় : অমল চক্রবর্ত্তী ॥ সাজসজ্জায় কেদার শর্ম্মা, সুনীল রায় ॥ ব্যবস্থাপনায় : নিতাই বসাক, বলাই আঢ্য, শিবাজী দাস ॥ আলোকনিয়ন্ত্রণে : হেমন্ত, দেবেন, সুখরঞ্জন, মনোরঞ্জন, অনিল, মংরু, বিনয় ॥ সম্পাদনায় : অনিল সরকার, অমর মণ্ডল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পাগলাচণ্ডী স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ, মেয়র (গোয়া), ডাঃ চৌধুরী, সমর ঘোষ, ধনেশ্বর সিং, সুব্রত সরকার, সুপ্রিয় সরকার, শচীন দত্ত, ডাঃ মুখার্জি, হস্‌পিট্যাল ম্যানুফাকচারিং এপ্লায়ান্‌স এণ্ড কোং

ইউনাইটেড সিনে লেবরেটারীজে শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

প্রচার—ফণীন্দ্র পাল : প্রচার-অঙ্কন : পূর্ণজ্যোতি : প্রচার-লিখন : সত্য চক্রবর্ত্তী

মুদ্রণে : কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া।

একমাত্র পরিবেশক • চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

কাহিনী

উত্তরবঙ্গের এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে সুরু এই কাহিনী। ভারতবর্ষে তখন বৃটিশ শাসন। নায়েব অনন্ত সেনের মেয়ে তারা এই কাহিনীর নায়িকা ও লাঠিয়াল নবদ্বীপ ঢালির ছেলে ঘনশ্যাম নায়ক। ছেলেবেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে খেলে বেড়িয়েছে, গাছে উঠেছে, মাছ ধরেছে।

ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে নবদ্বীপ মা-মরা ঘনশ্যামকে পাঠিয়ে দিল তার মাসির কাছে। দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে তারা বড় হয়ে উঠল। তবু তার চাঞ্চল্য কমল না।

এদিকে বড় হয়ে ঘনশ্যাম বাবার চাকরীতে বহাল হওয়ার জন্যে ফিরে এল গ্রামে। তারা আর ঘনশ্যামের অবাধ মেলামেশা আবার চলতে লাগল।

জগদীশ রায় এ গ্রামের জনৈক মাতব্বর। নায়েবকে সে পছন্দ করে না। দুর্দ্ধর্ষ মাতাল, লম্পট বাদল দারোগাকে হাত করে সে পরের জমি আত্মসাৎ করবার ফিকিরে থাকে। এই নিয়ে নায়েবের সঙ্গে তার বিরোধ সুরু হয়।

বাদল দারোগার লোলুপ নজরে পড়ে তারা। কিন্তু প্রভাবশালী নায়েবকে ঘাঁটাবার সাহস হয়না তার।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে তারার দাদা তার বন্ধুকে একটি নিয়ে গ্রামে আসে। এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তারাকে বন্ধুটি জড়িয়ে ধরে। তারার চিৎকারে সবাই এসে পড়ে। সর্ব্বনাশ কিছু না ঘটলেও সারা গ্রামে তারার নামে অযথা কলঙ্ক রটে। উল্লসিত হয় জগদীশ রায়, বাদল দারোগা যেন তার লালসা পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ খুঁজে পায়।

তারার বিয়ের ঠিক হয় কিন্তু বাদল দারোগা নেপথ্য থেকে সে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়।

পূজা এল। প্রতি বছরেই নায়েবের বাড়ীতে ধুমধাম করে পূজা হয়। এ বছরে তারার মা তারার মঙ্গলের জন্যে জোড়া পাঁঠা মানৎ করেছে। নাচের আসরে জগদীশ-গিন্নী তারার মায়ের কাছে তারার সম্বন্ধে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে। তারা জগদীশ-গিন্নীকে বেরিয়ে যেতে বলে। জগদীশ এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খোঁজে। সুযোগ আসে অবিলম্বে।

তারার নামে মানৎ বলি আটকে যায়। জগদীশ চিৎকার করে বলে, তারার পাপে এই অমঙ্গল ঘটল। ঘনশ্যাম এগিয়ে এসে ধরল জগদীশকে। জগদীশের লাঠিয়ালরা আক্রমণ করল ঘনশ্যামকে। ঘনশ্যাম অমিত বিক্রমে

তাদের হটিয়ে দেয় কিন্তু শেষে ঘনশ্যামের অতর্কিত লাঠি গিয়ে পড়ল জগদীশের মাথায়। সেই খানেই মারা গেল জগদীশ রায়।

বাদল দারোগা এল পুলিশ নিয়ে। ঘনশ্যাম ও নায়েবকে ধরে নিয়ে গেল থানায়।

বাদল দারোগার কাছ থেকে প্রস্তাব এল যদি তারা তার স্ত্রী হতে রাজী থাকে তাহলে নায়েব ও ঘনশ্যামকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সংসারকে বাঁচাতে তারা বাদল দারোগার এই সর্ত্ত মেনে নিল কিন্তু ঘনশ্যামকে বাঁচানো গেল না।

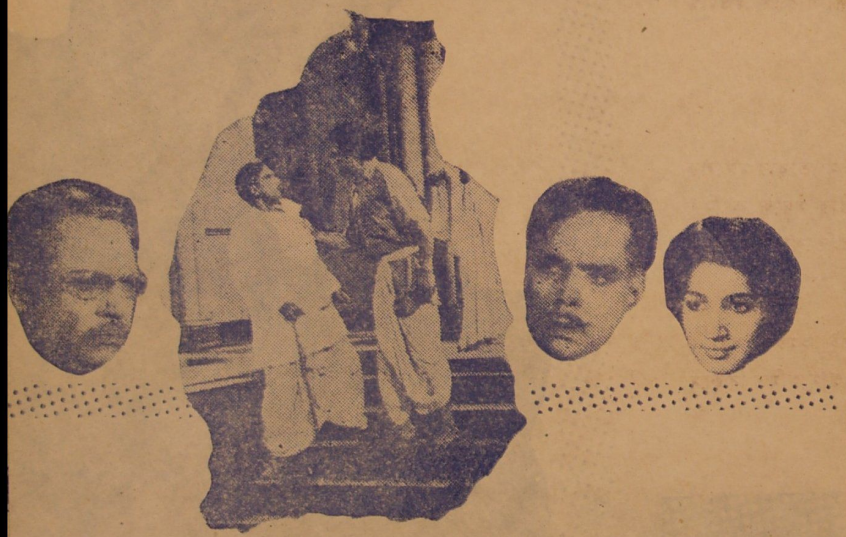

বিয়ে করে বাদল দারোগার স্বভাব বদলাল না। তারার বিবাহিত জীবন হয়ে উঠল অসুখী। পাশের বাড়ীর একটি কুমারী মেয়ের সর্ব্বনাশ করবার ষড়যন্ত্র তারা জানতে পেরে বাধা দেয়। তারাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বাদল দারোগা যখন চলে যাচ্ছে তখন হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে তারা হাতুড়ি ছুঁড়ে মারে। কয়েকদিন পরে বাদলের মৃত্যু হয়।

তারার জেল হয়। কিন্তু জেলে থাকতে চায়না তারা। তাকে আন্দামানে চালান দেওয়া হোক, এই তার একমাত্র প্রার্থনা। সেখানে আছে ঘনশ্যাম। দুজনেই তারা খুনী, মানুষের সমাজে তাদের স্থান নেই।

তারার অন্তরের ব্যাকুল বাসনা কি পূর্ণ হয়েছিল ?

Synopsis of 'PAARI'

To start with our story we are to go back at the period when British were in the regime. Our locale is a prosperous village of North Bengal.

Nayeb Ananta Sen's daughter Tara and Ghanashyam the only son of Lathial Nawadwip Dhali were teen-aged play-mates. Together they climb trees and go for fishing. Suddenly this childhood intimacy was cut-up, when Nawadwip sent her motherless son in care of his sister.

After few years when Ghanashyam returned to his ailing father we see him as a sturdy well-built young man. Tara has grown up too but her nature has not changed a bit. She still loiters in the village, and climbs trees. The old intimacy between them flickers up again with a new colour of youthfulness.

A friend of Tara's elder brother came for a pleasure-trip and in a weak moment he embraced Tara in a lonely room. Tara shrieked. Tara's brother, Ghanashyam and the servants appeared on the spot before any grave offence was done. But in the surroundings of a village such harmless happenings get fictitious mouth-publicity leading to a scandal.

Jagadish Roy another influential man in the village was not in good terms with Nayeb Ananta Sen, as the Nayeb stood against Jagadish Roy's selfish motives.

Jagadish Roy bribes the drunkand and licentious Badal Daroga whose lust hankered Tara.

Like all other years Durga Puja in Ananta Sen's house is a big festive occasion in the village.

Amidst this festivity Jagadish Roy came with his gang and shouted scandalous words against Ananta Sen's daughter Tara, Ghanashyam came forward. The lathials engaged by Jagadish Roy charged on Ghanashyam. Ghanashyam defeated them but Jagadish was hurt unwares by Ghanashyam. Jagadish died on the spot. Police came and took Ghanashyam and Ananta Sen in custody.

Proposal came from Badal Daroga that if Tara is given in marriage with him he will let Ananta Sen and Ghanashyam free. Tara volunteered to get herself married with Badal Daroga to save her father and Ghanashyam but though Ananta Sen was set free Ghanashyam was transported to Andaman.

The married life of Tara was not at all happy. The fickle infatuation of Badal Daroga passed off within a short time and he hankered after another virgin girl of the neighbourhood.

Tara tried to save the girl but at the cost of her husband's death. It was an accident. Badal Daroga knocked down Tara and wanted to go out. Finding no other way to check her husband from a grave sin. Tara threw a hammer towards him which struck him on the head. So ended the life of Badal Daroga. Tara surrendered herself to the police and was sent to prisons. She insisted to be transported to Anandaman, and there she met Ghanashyam.

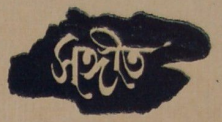

(১)

বন্ধুরে কেমন করে মনের কথা কই তারে
জলভরা মেঘেএ বরষার বোঝা যেমন খুসি
তেমন বইতে নারে।

বনহরিণী তোমার চক্ষু দেখিনি
বনমড়ালী চলন তোমার দেখিনি
ও চলন চোখের দেখা আজও ভুলিনি

ইছামতিরে ইছামতি নদী তোমার ইচ্ছা বলো না
দুকুলে দুলে দুলে খাও যে দোলনা
বলো যদি ডুবাইয়্যা মরি তোমারিই তলে

(২)

ও বকুল বনের কথা
শিউলি ফুলের ব্যথা
মনের আকুলতা কেউ জানে না গো
কেউ বোঝে না।

কি কথা ঘাসে ঘাসে
হায় গো ভাসে বাতাসী
পলাশে কি রক্ত ছড়ায়
কিংবা হাসি আকাশী

যে নদী দুকুল ভাসায়
উছাসে কি হুতাশে
কেউ জানে না গো
কেউ বোঝে না

মনে মনে যতই ভাবি
আকাশ পাতাল ভাবনা
জানিনা এত পেয়েও পেলাম কিনা
পাব না

যে হৃদয় উতল হল
কামনা কি বেদনায়
কেউ জানে না গো
কেউ বোঝে না।

(৩)

তোরা সুন্দর অ সুন্দর স্বামী পাবি
এই পূজাটা আমাকে দিলে সখি সুন্দর
ববম্ ববম্ ভোলানাথ পতি পাবি গো
সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় রেখে যাবি গো
পূজা না যদি দিবি গো
মঙ্গল চণ্ডী পূজা না যদি দিবি গো
বুড়াপতি পাবি গো
নড়বড়ে থুড় থুড়ে বুড়াপতি পাবি গো।
সীতার মত সখি ভুল করেছিলো গো
রাবণ হরণ করে তাই তারে নিল গো
পতি ছেড়ে দিল গো
শ্রীরামের মত পতি তাই ছেড়ে দিল গো
কেঁদে কেঁদে অভাগিনী পাতালেতে গেলো গো।

সুনীল বসুমল্লিক
প্রযোজিত এমকেজির

উত্তরপুরুষ

সন্ধ্যা : বসন্ত : অনুপ
বিকাশ : অনুভা : তরুণ
রবি ঘোষ
পরিচালনা ॥ চিত্রকর
সঙ্গীত ॥ মানবেন্দ্র

এস, এম, ফিল্মসের

কাহিনী

সৌমিত্র : সন্ধ্যা : বিকাশ
রুমা : রবি ঘোষ : অজয়
পরিচালনা ॥ বিজয় বসু
কাহিনী ॥ সমরেশ বসু
সঙ্গীত ॥ হেমন্তকুমার

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের আগামী ছবি

চলচ্চিত্রায়ণের

আকাশ ছোঁয়া

সুপ্রিয়া : দিলীপ মুখার্জি
অনিল অভিনীত
পরিচালনা :
রাজেন তরফদার
কাহিনী ॥ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত ॥ সুধীন দাশগুপ্ত

শ্রীলোকনাথ চিত্রমের

কাল তুমি আলেয়া

উত্তম : সুপ্রিয়া : সুমিতা
দীপ্তি : সাবিত্রী চ্যাটার্জি
অজয় : রবি : তরুণ
পরিচালনা ॥ শচীন মুখার্জি
কাহিনী ॥ আশুতোষ মুখার্জি
সঙ্গীত ॥ উত্তমকুমার